''সকল প্রাপ্তিগুলির স্মৃতি ইমার্জ করে অচল স্থিতির অনুভব করো আর জীবন্মুক্ত হও''

আজ ভাগ্য বিধাতা বাবা সমগ্র বিশ্বে নিজের সর্ব শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বাচ্চাদেরকে দেখছেন। প্রত্যেক বাচ্চার ভাগ্যের মহিমা স্বয়ং ভগবান গাইছেন। বাবার মহিমা তো আত্মারা গায়ন করে কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের মহিমা স্বয়ং বাবা করছেন। এইরকম কখনও স্বপ্নেও ভেবেছিলে কি যে আমাদের ভাগ্য এত শ্রেষ্ঠ হবে, কিন্তু তোমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠই ছিল, বর্তমানেও আছে। জগতের মানুষ বলে যে ভগবান আমাদেরকে রচনা করেছেন কিন্তু আমরা না ভগবানের বিষয়ে কিছু জানি আর না তাঁর রচনার বিষয়ে জানি। তোমরা প্রত্যেক ভাগ্যবান বাচ্চারা অনুভব আর নেশার সাথে বলো যে আমরা হলাম শিব বংশী ব্রহ্মাকুমার ব্রহ্মাকুমারী। আমাদের এটা জানা আছে যে বাপদাদা আমাদেরকে কিভাবে রচনা করেছেন! ছোটো বাচ্চা হোক বা বৃদ্ধ পাণ্ডব, শিবশক্তি, যদি কেউ তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের বাবা কে, তো কি বলবে? নিশ্চয়ের সাথে বলবে যে আমাদেরকে শিব বাবা ব্রহ্মা বাবার দ্বারা রচনা করেছেন সেইজন্য আমরা হলাম ভগবানের সন্তান। আমরা ভগবানের সাথে ডায়রেক্ট মিলিত হই, পরম আত্মা বা ভগবান কেবলমাত্র আমাদের বাবা-ই নন, একাধারে তিনি বাবাও, শিক্ষকও এবং সদ্গুরুও। সকলের মধ্যে এই নেশা আছে? (সবাই হাততালি বাজালো) এক হাতের তালি বাজাবে - এখন এই এক্সারসাইজ বয়স্কদের শেখাতে হবে। বাচ্চাদেরকে খুশীতে দেখে বাপদাদাও খুশীতে দুলছেন আর সদা বলছেন - বাঃ আমার প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান বিশেষ আত্মারা...। বাবার রূপে পরমাত্ম পালনার অনুভব করছো। এই পরমাত্ম পালনা সমগ্র কল্পে কেবল এই ব্রাহ্মণ জন্মে বাচ্চারা তোমাদের প্রাপ্ত হয়, যে পরমাত্ম পালনাতে আত্মার সর্ব প্রাপ্তি স্বরূপের অনুভব হয়। পরমাত্ম প্রেম সর্ব সম্বন্ধের অনুভব করায়। পরমাত্ম প্রেম নিজের দেহ অভিমানকেও ভুলিয়ে দেয়, সাথে সাথে অনেক স্বার্থ সম্পন্ন ভালোবাসাকেও ভুলিয়ে দেয়। এইরকম পরমাত্ম প্রেম, পরমাত্ম পালনার অন্দরে পালিত হওয়া ভাগ্যবান আত্মা হলে তোমরা। তোমাদের ভাগ্য এতটাই শ্রেষ্ঠ যে বাবা স্বয়ং নিজের বতন ত্যাগ করে তোমাদেরকে অর্থাৎ গডলি স্টুডেন্টদেরকে পড়াতে আসেন। এইরকম কোনও টিচার দেখেছো, যিনি প্রতিদিন সকালে দূরদেশ থেকে পড়াতে আসেন? এইরকম টিচার কখনও দেখেছো? কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের জন্য বাবা প্রতিদিন শিক্ষক হয়ে তোমাদের কাছে পড়াতে আসেন আর কতইনা সহজ করে পড়ান। দুই শব্দের পড়া - তুমি আর বাবা, এই দুই শব্দেই চক্র বলো, ড্রামা বলো, কল্পবৃক্ষ বলো, সমগ্র নলেজ সমাহিত আছে। অন্যান্য জাগতিক পড়াতে বুদ্ধি কতোই না ভারী হয়ে যায় আর বাবার পড়াতে বুদ্ধি একদম হাল্কা হয়ে যায়। হাল্কা-র লক্ষণ হলো উপরের দিকে উড়ে যায়। হাল্কা জিনিস স্বতঃই উপরের দিকে উঠতে থাকে। তো এই পড়াশোনার দ্বারা মন-বুদ্ধি উড়ন্ত কলার অনুভব করে। তাহলে, বুদ্ধি হাল্কা হয়েছে তাই না! ত্রিলোকের নলেজ প্রাপ্ত হয়। তো এইরকম পড়া সমগ্র কল্পে কেউ পড়েছে? এরকম কোনও শিক্ষক পেয়েছে? এটাই হলো তোমাদের ভাগ্য তাই না! পুনরায় সদ্গুরুর দ্বারা এমন শ্রীমৎ প্রাপ্ত হয় যা সবসময়ের জন্য কি করবো, কিভাবে চলবো, এইভাবে করবো নাকি করবো না, কি হবে... এইসকল কোশ্চেন সমাপ্ত হয়ে যায়। কি করবো, কিভাবে করবো, এইভাবে করবো নাকি ওইভাবে করবো... এইসকল কোশ্চেনের একটি শব্দে উত্তর হলো - ফলো ফাদার। সাকার কর্মে ব্রহ্মা বাবাকে ফলো করো, নিরাকারী স্থিতিতে অশরীরী হওয়ার জন্য শিব বাবাকে ফলো করো। বাবা আর দাদা দু'জনকে ফলো করা অর্থাৎ কোশ্চেন মার্ক সমাপ্ত হওয়া বা শ্রীমতে চলা। এটা কি করা অসম্ভব মনে হয়? জিজ্ঞেস করার প্রয়োজনীয়তা আছে কী? কপি করতে হবে, নিজের বুদ্ধি (মনমত) চালাবে না। বাবার সমান হওয়া অর্থাৎ ফলো ফাদার করা। এটা করা অসম্ভব নাকি সহজ? সহজ তাই না? ৩০ বছর জ্ঞানে চলা আত্মারা হাত তোলো, আচ্ছা ৩০ বছরে অসম্ভব মনে হয়েছিল নাকি সহজ লেগেছিল? এখন দেখো ৩০ বছরের বাচ্চাদেরও সহজ মনে হয়েছে তো তোমরা যারা পরবর্তীকালে এসেছো তোমাদের কাছে অসম্ভব নাকি সহজ? সহজ তাই না? (গরমের কারণে সকলের হাতে রঙ-বেরঙের পাখা আছে যেটা নাড়াচ্ছিল) ভালো লাগছে, পাখার রিমিঝিমও ভালো লাগছে। সীন খুবই সুন্দর। নবীনতা হওয়া চাই, তাই না। তো এই গ্রুপের এটাও এক নবীনতা, এটাও টি.ভি-তে এসে গেলো। খুব ভালো, সবাই দৌড়ে এসে এখানে পৌঁছে গেছে, বাপদাদাও স্নেহের শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। দেখো, পার্থিব জগতে যে গুরুরা আছে, তারা কত বরদান দেয়? একটা বা দশটা, বেশী দেয় না। কিন্তু তোমাদের সদ্গুরুর দ্বারা প্রতিদিন বরদান প্রাপ্ত হয়। এইরকম গুরু কখনও দেখেছো? দেখোনি, তাই না! তোমরাই দেখেছো, প্রত্যেক কল্পে দেখেছো। তো সদা নিজের ভাগ্যের প্রাপ্তিগুলিকে সামনে রাখো। কেবল বুদ্ধি মার্জ করে রেখো না, ইমার্জ করো। মার্জ করে রাখার সংস্কারকে পরিবর্তন করে ইমার্জ করো। নিজের প্রাপ্তিগুলির লিস্ট সদা বুদ্ধিতে ইমার্জ রাখো। যখন প্রাপ্তিগুলির লিস্ট ইমার্জ হবে তখন কোনও প্রকারের বিঘ্ন আক্রমণ করবে না। বিঘ্ন মার্জ হয়ে যাবে

আর প্রাপ্তিগুলি ইমার্জ রূপে থাকবে।

বাপদাদা যখন শোনেন আজ কোনও কারণে কোনও কোনও বাচ্চা পরিশ্রম করছে, মায়ার সাথে যুদ্ধ করছে, যোগ লাগাতে চাইছে কিন্তু লাগছে না, সোল কনসাসের পরিবর্তে বডি কনসাসে এসে যাচ্ছে, তখন বাপদাদার ভালো লাগে না। কারণ কি? নিজের ভাগ্যের প্রাপ্তিগুলি ইমার্জ থাকে না, মার্জ থাকে। পুনরায় যখন কেউ স্মরণ করিয়ে দেয় তখন চিন্তা করে যে এইরকম হওয়া উচিত...! এরজন্য খুব সহজ পুরুষার্থ হলো - প্রাপ্তিগুলিকে ইমার্জ রাখো। যখন থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছো তখন থেকে নিজের ভাগ্যের স্মৃতিতে থাকো। দোলাচলে আসবে না, অচল হও কেননা এখানে আবুতে তোমাদের কোন্ স্মরণিক আছে? অচলঘর আছে নাকি দোলাচল ঘর আছে? অচলঘর আছে তাই না? এটা কাদের স্মরণিক? তোমাদেরই স্মরণিক তাই না? তো যখনই কোনো সূক্ষ্ম পুরুষার্থের মার্গ অসম্ভব মনে হয়, বুদ্ধি অত্যাধিক দোলাচলে থাকে, তখন নিজের স্মরণিককে স্মরণ করো। অনেক সময় বাচ্চারা জ্ঞানের পয়েন্টও বলে থাকে যে - আমি হলাম আত্মা, এটা হলো ড্রামা, এটা তো হলো বিঘ্ন, এটা তো হলো সাইড সীন, বলতেও থাকে আবার স্থিতিরও দোলাচল হতে থাকে। দোলাচলে থেকেই জ্ঞানের পয়েন্ট বলতে থাকে। যখন বুদ্ধি এইরকম হয়ে যাবে অর্থাৎ অচল থাকতে পারবে না তখন মধুবনের অচলঘর স্মরণ করবে। এটা তো স্থুল জিনিস তাই না! সূক্ষ্ম তো নয়। চোখ দিয়ে দেখার জিনিস, আমার স্মরণিক হলো অচলঘর, দোলাচল ঘর নয়, কেননা বাপদাদা এই বছরে সকল বাচ্চাদেরকে মুক্তি বর্ষ পালন করাতে চাইছেন। এমন যেন না হয় যে হাত তুলতে বললে কেউ তুলবে, কেউ তুলবে না। সবাই খুশীর সাথে হাততালি বাজাবে, (সবাই বাজাতে শুরু করলো) এখন বাজিয়েছো তো ঠিক আছে, কিন্তু বাপদাদা এই বছরের সমাপ্তিতে এইরকমই এতই আওয়াজ করে তালি বাজাতে যেন দেখেন। এখন তো বাজিয়েছো ভালো হয়েছে, কিন্তু তখনও বাজাবে। বাজাবে তো? দেখো, হাততালি বাজিয়ে তো খুশী করে দিয়েছো কিন্তু বাপদাদা নতুন বছরে যে ১৮ জানুয়ারী বিশেষ ব্রহ্মা বাবার শরীর থেকে মুক্ত হওয়ার দিন, তো ১৮ জানুয়ারীতে বাপদাদা পুনরায় হাত তুলতে বলবেন যে মুক্তিবর্ষ পালন করেছো নাকি কেবল চিন্তাই করেছো? পালন করতে হবে, পালন করতে হবে - শুধু চিন্তাই করে যাচ্ছো, এমন তো নয়, স্বরূপে নিয়ে এসেছো নাকি চিন্তা করতে করতে লাস্টেও চিন্তাই করতে থাকবে! এই রেজাল্ট বাপদাদা দেখতে চাইছেন। দেখাবে? আচ্ছা। স্মরণে থাকবে তো! প্রাপ্তিগুলিকে সামনে রাখো। বাবার স্মরণের সাথে সাথে, বাবা যা কিছু দিয়েছেন সেগুলিও স্মরণ করো - কিরকম বানিয়েছেন আর কি প্রাপ্ত হয়েছে!

বাপদাদা এই বছরের পর থেকে প্রত্যেক বাচ্চাকে জীবন্মুক্ত স্থিতিতে দেখবেন। ভবিষ্যতে জীবন্মুক্ত হবে কিন্তু জীবন্মুক্ত সংস্কার এখন থেকেই ইমার্জ করতে হবে। আর নিরন্তর কর্মযোগী, নিরন্তর সহজযোগী, নিরন্তর মুক্ত আত্মার সংস্কার এখন থেকেই অনুভবে নিয়ে এসো, কেন? বাপদাদা আগেও ইশারা দিয়েছিলেন যে সময়ের পরিবর্তন তোমাদের অর্থাৎ বিশ্বপরিবর্তক আত্মাদের জন্য অপেক্ষা করছে। প্রকৃতি তোমাদের অর্থাৎ প্রকৃতিপতি আত্মাদের জন্য বিজয় মালা নিয়ে আহ্বান করছে। সময় বিজয় ঘন্টা বাজানোর জন্য তোমাদেরকে অর্থাৎ ভবিষ্যতের রাজ্য অধিকারী আত্মাদেরকে দেখছে যে কখন ঘন্টা বাজাবো, ভক্ত আত্মারা সেই দিনটি সবসময় স্মরণ করছে যে কবে আমাদের পূজ্য দেব আত্মারা আমাদের উপর প্রসন্ন হয়ে আমাদেরকে মুক্তির বরদান দেবে! দুঃখী আত্মারা আহ্বান করছে যে কবে দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা আত্মারা প্রত্যক্ষ হবে! এইজন্য এরা সবাই তোমাদের জন্য অপেক্ষা বা আহ্বান করছে। এইজন্য হে করুণাময়, বিশ্ব কল্যাণকারী আত্মারা এখন এদের অপেক্ষার অবসান ঘটাও। তোমাদের জন্য সবকিছু আটকে আছে। তোমরা সবাই মুক্ত হয়ে যাও তো সকল আত্মারা, প্রকৃতি, ভক্তরা মুক্ত হয়ে যাবে। তো মুক্ত হও, মুক্তির দান কারী মাস্টার দাতা হও। এখন বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুটধারী আত্মা হও। তোমরা দায়িত্ববান, তাই না! বাবার সহায়ক হয়েছো। তোমাদের কি দয়া হয় না? হৃদয়ে দুঃখের বিলাপ অনুভূত হয় না? হে বিশ্ব পরিবর্তক আত্মারা এখন নিজের দায়িত্বের রাজ্যাভিষেক পালন করো।

বাপদাদা আগেও বলেছিলেন যে ১০০ টা হিমালয়ের সমান বড়-র থেকেও বড় বিঘ্নও যদি আসে তথাপি তোমরা সরে যাবে না, পরাজিত হবে না, রাজ্যাভিষেকের মুক্তি বর্ষ অবশ্যই পালন করবে। বাপদাদা প্রতিদিন চার্ট দেখবেন। এমন নয় যে এখান থেকে যাওয়ার সময় ট্রেনেই বলবে যে জানি না কি হয়ে গেলো, ঘরে যাওয়ার সাথে সাথেই বক আর হংসের যুদ্ধ লেগে গেলো, এইরকম বলবে না - এটা হয়ে গেলো, ওটা হয়ে গেলো...। এ'সব শুনবো না। তোমাদের পত্র ওয়েস্ট পেপার বক্সে ফেলে দেবো, শুনবোই না। দৃঢ় সংকল্প করো - হতেই হবে। যেখানে দৃঢ়তা আছে সেখানে সফলতা হবে না, এটা অসম্ভব। তো তোমরা সবাই দৃঢ় সংকল্প করেছো তাই না। টিচার্স হাত তোলো, টিচার্স অনেক এসেছে। সব সেন্টার্স খালি করে চলে এসেছো নাকি?

দেখো, একটা খুশীর খবর শোনাই - বাপদাদা দেখেছেন, এখন দেখেছেন, শুনেছেন - সমগ্র মধুবন নিবাসী বাচ্চারা স্ব পরিবর্তনের লক্ষ্য খুব ভালো রেখেছে, লক্ষণ তো দেখবো কিন্তু লক্ষ্য খুব ভালো রেখেছো, নিজের মধ্যে যে পরিবর্তন এসেছে সেটাও লিখেছে কিন্তু বাপদাদার এটা শুনে খুশী হচ্ছে যে বাচ্চাদের মধ্যে পরিবর্তন আসা শুরু হয়েছে এবং পরেও হতে থাকবে। কিন্তু সবাই নিজেদের দৃঢ় সংকল্পের উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো দেখিয়েছে। এখন কাগজে আছে কিন্তু কাগজেও প্রথম কদম তো আছে। তো বাপদাদার খুশী হচ্ছে কেন? সমগ্র বিশ্বের জন্য অর্জুন হলো মধুবন নিবাসী। নিমিত্ত হলো মধুবন নিবাসী, সেকেন্ড নম্বরে হলো দেশ-বিদেশের নিমিত্ত সেবাধারী টিচার্স আর সকল সহযোগী সাথী সমগ্র পরিবারের ব্রাহ্মণ আত্মারা। তো বাপদাদা মধুবনের নকশা দেখতে চান যে সবাই সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। মধুবন নিবাসী তো কম এসেছে। কেউ কেউ তো লেখেইনি। যারা সামনের দিকে বসে আছে তারা কম লিখেছে, অনেক ব্যস্ত রয়েছে। কিন্তু যখন সেবা প্রাপ্ত হয় তো লেখাতেও মার্কস জমা হয়। যদি না লেখো তো মার্ক্স এক্সট্রা কম হয়ে যাবে, নিজেরই ক্ষতি করে দেবে। যাকিছু ডায়রেক্শন প্রাপ্ত হচ্ছে, সেটা যদি নিমিত্ত আত্মা দাদীদের দ্বারাও প্রাপ্ত হয়, সেই নির্দেশকে রিগার্ড দেওয়া অতি আবশ্যক। এতে না কোনো অজুহাত দেখাবে আর না অবহেলা করবে। ভবিষ্যতের জন্য বাপদাদা বলে দিচ্ছেন যে মার্ক্স জমা হয়নি। এইজন্য একে মহত্ব দেওয়া অর্থাৎ মহান হওয়া। এটাকে হাল্কা ভাবে নেবে না। বাচ্চারা বড়ই চতুর, বলে যে বাপদাদা তো জানেন-ই, তাই না। বাবা তো জানেন তথাপি বলছেন কেন? জেনে-শুনেই তো বলছেন! তো এইভাবে নিজেকে আড়াল করা উচিত নয়, এইরকম অনেক কাজ আছে, ছোটো ছোটো কথা, যেগুলিকে 'হা জি' করলে এক্সট্রা মার্কস্ জমা হয়। এমনও অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা কোনও পাস্ট-এর সংস্কারের বশীভূত হয়ে খুব ভালো উৎসাহ উদ্দীপনাতে এগিয়ে যেতে থাকে কিন্তু কোনও না কোনও সূক্ষ্ম সুতো, খুবই সূক্ষ্ম সুতো তাকে এগিয়ে যেতে দেয় না। সে বুঝতেও পারে যে এই সূক্ষ্ম সুতো রয়ে গেছে, কিন্তু... কিন্তু-ই করতে থাকে। এমনও অনেক পুরুষার্থী আছে যারা ছোটো ছোটো কমন কথাতে 'হা জি' করে মার্কস্ নিয়ে নেয়। এইরকমও হয় যে সে অল্প অল্প মার্কস্ একত্রিত করে পরবর্তীকালে বেরিয়ে আসতে পারে, এইরকমও বাপদাদার কাছে উদাহরণের রূপে আছে। সেইজন্য সহজ পদ্ধতি হলো ছোটো ছোটো কথাতে 'হা জি' করে মার্কস্ জমা করতে থাকো। অপব্যয় করো'না, জমা করো। এছাড়া বাপদাদা দেখেছেন মেজরিটি বাচ্চারা নিজেদের উৎসাহ উদ্দীপনা ভালো দেখিয়েছে, এইজন্য দৃঢ় সংকল্পের জন্য বিশেষ সেই মধুবন নিবাসী বাচ্চাদেরকে বাপদাদা 'হা জি' করার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছেন। স্মরণ আর স্নেহও দিচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ গুণ স্মরণ আর স্নেহ দিচ্ছেন। কেন? মধুবন হলো বাপদাদার স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করার শীশমহল। তো একটা বিষয়ের জন্য তো খুশী হচ্ছে, এখন কাগজে এসেছে, কর্মতে নিয়ে আসতেই হবে। ঠিক আছে তাই না! আচ্ছা। অভিনন্দন।

এখন হঠাৎ করে যদি তোমাদের সকলকে ডায়রেক্শন দেওয়া হয় যে এখনই অশীরী হয়ে যাও তো হতে পারবে নাকি দোলাচল হবে? কি? লাস্ট সময়ের এই অভ্যাস পাশ উইথ অনার বানিয়ে দেবে। তো এখন বাপদাদাও বলছেন যে এক সেকেন্ডে সকল কথাগুলিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে অশরীরী ভব। (ড্রিল) আচ্ছা।

চারিদিকের অতি শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান, পরমাত্ম পালনার অধিকারী আত্মারা, পরমাত্ম শিক্ষার অধিকারী, পরমাত্মা সদ্গুরুর বরদানের অধিকারী, সদা দৃঢ়তার দ্বারা সফলতার অধিকারী, সদা অখন্ড যোগী, অচল যোগী, সদা বিশ্ব পরিবর্তনের দায়িত্বের মুকুটধারী, সদা সর্ব প্রাপ্তিগুলিকে ইমার্জ রূপে অনুভবকারী এইরকম বিশেষ আত্মাদেরকে বাপদাদার স্মরণের স্নেহ সুমন আর নমস্কার।

এখন মুক্তবর্ষে নম্বর ওয়ান হলো মধুবন নিবাসী। ঠিক আছে? হতে পারে নাকি হওয়া কঠিন? (হ্যাঁ বাবা) তাহলে তো বাপদাদা মধুবন নিবাসীদেরকেও গোল্ডেন ব্যাজ দেবেন। মধুবন নিবাসীদেরকে ব্যাজ দেওয়া হবে, অন্য সবাইকে দেওয়া হয়েছে, মধুবন নিবাসীদেরকে মুক্ত বর্ষের প্রাইজ দেবেন। আচ্ছা তোমাদেরকে ব্যাজ দেবো। আচ্ছা।

বরদানঃ- ব্রাহ্মণ জীবনে এক বাবাকেই নিজের সংসার বানিয়ে নেওয়া স্বতঃ আর সহজ যোগী ভব

ব্রাহ্মণ জীবনে সকল বাচ্চাদের প্রতিজ্ঞা হলো - "এক বাবা দ্বিতীয় আর কেউ নয়"। যখন সংসারই হলো বাবা, দ্বিতীয় কেউ নয় তো স্বতঃ আর সহজযোগী স্থিতি সদা থাকবে। যদি দ্বিতীয় কেউ থাকে তাহলে পরিশ্রম করতে হবে। এখানে বুদ্ধি যেন না যায়, ওখানে যায়। কিন্তু এক বাবা-ই হলো সবকিছু তাহলে বুদ্ধি আর অন্য কোথাও যেতে পারবে না। এইরকম সহজযোগী, সহজ স্বরাজ্য অধিকারী হয়ে যাবে। তার চেহারাতে আত্মিকতার ঔজ্জ্বল্য একরস একইরকম থাকবে।

স্লোগানঃ- বাবার সমান অব্যক্ত বা বেদেহী হওয়া - এটাই হলো অব্যক্ত পালনার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;